বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে- হানিফ

করোনা মহামারি থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য দ্রুততম সময়ে করোনার টিকা সব জেলা পর্যায়ে পৌছে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি প্রথম থেকে করোনা নিয়ে নেতিবাচক কথা বলে আসছে। তারা বলেছিল করোনার টিকা বাংলাদেশে আসবে না, কিন্তু টিকা এসেছে। এরপরে তারা বললো ভ্যাকসিন আগে প্রধানমন্ত্রী নিক, তারপর অন্যরা নেবে।

এসব বলে তারা দেশের মানুষের ভিতর করোনা টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এটা নিলে মানুষ মারা যেতে পারে করোনা টিকা নিয়ে এমন ভয়ংকর প্রচারণা চালিয়েছিল। যাতে মানুষ করোনা টিকা না নেয় সেই জন্য তারা মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছিল।

হানিফ বলেন, আমরা টিকা নিয়ে এটা প্রমান করেছি যে বিএনপি টিকা নিয়ে মিথ্যাচারে লিপ্ত আছে। তিনি বলেন, ভ্যাকসিন নেবার পরে আমার মধ্যে কনো ধরনের অসুস্থতা নেই। ২০ মিনিট পরেও আমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলছি। এটা নিরাপদ।

এসময় তিনি জনগণকে রেজিষ্ট্রেশন করে নির্ভয়ে করোনা ভ্যাকসিন নেবার অনুরোধ করে বলেন, এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ থেকে করোনাকে চিরতরে নির্মুল করতে সক্ষম হবো।

নিজে টিকা নিয়ে রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় কুষ্টিয়ার কুমারখালী খোকসা আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, কুষ্টিয়া আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোটেক অনুপ কুমার নন্দী করোনা টিকা নেন।

এসময় সিভিল সার্জন আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা বিএমএমএর সভাপতি ডাঃ এস

এম মুসতানজিদ ও সিনিয়র মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ এসএম মুসা কবির উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আজ কুষ্টিয়ায় নিবন্ধন করা প্রায় একশ’ জনের করোনা টিকা দেওয়া হয়। জেনারেল হাসপাতালের চারটি বুথে এই টিকা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মানুষ টিকা নেবার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

সকাল আটটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত জেলা উপজেলা হাসপাতাল, পুলিশ লাইনসহ কয়েকটি পয়েন্টে নিবন্ধিত মানুষের মধ্যে টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন।।

শৈলকুপায় কোভিট-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিট-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের এর শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে রবিবার সকার ১০টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু, বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান, এমপি পুত্র তানভির হাসান হাই, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসা প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে ভ্যাকসিন গ্রহন করেন যথাক্রমে উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পেক্সের ডা: শাহনেওয়াজ ইবনে কাশেম, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান, এমপি পুত্র তানভির হাসান হাই,

প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসা, প্রেসক্লাবের নির্বহী সদস্য ও সমকাল প্রতিনিধি তাজনুর রহমান ডাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল জাব্বার সহ মোট ৩০ জনকে প্রথম দিনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে রবিবার সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু করা হয় ।

এর ধারাবাহিকতায় আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

টিকা প্রদান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন, টিকা দেওয়ার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরাও আজ টিকা নিব। অ্যাপে নিবন্ধন না করা গেলেও কেন্দ্রে গেলে করোনা টিকা দেয়া হবে।

টিকা প্রদানের বিষয়ে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন সারাবছর টিকা কর্মসূচি চলবে। কেউ টিকা না নিয়ে ফিরে যাবে না। টিকার পরবর্তী ব্যবস্থাও হাসপাতালগুলোতে নেয়া হয়েছে।

টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিত আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন এমপি।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোঃ টোটন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্মকর্তা গন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, সারা দেশে ১ হাজার ৫টি হাসপাতালে টিকা দেওয়া হচ্ছে। করোনার টিকা প্রদানের জন্য চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় ৫৯টি বুথ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি বুথে দুই জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন সহকারী মেডিকেল অফিসার থাকবে। প্রতিটি জেলা উপজেলায় নিয়মিত সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে টিকাদান কর্মসূচী।

উক্ত অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ ভেক্সিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান সহ বেশ কয়জন ভ্যাকসিন গ্রহন করছেন।

মায়ার্স-বোনার জুটিতে মুমিনুলদের হতাশার ১ ঘণ্টা

বাংলাদেশের চাই ৭ উইকেট। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮৫ রান। এমন সমীকরণ নিয়েই চট্টগ্রাম টেস্টে পঞ্চম দিন শুরু করে ক্রিকেটাররা।

শনিবার ম্যাচ শেষে ক্যারিবীয় অফব্রেক বোলার রাহকিম কর্নওয়াল জানিয়েছিলেন, প্রথম এক ঘণ্টায় কোনো উইকেট না হারিয়ে রানের চাকা সচল রাখতে পারলেই ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব।

আর প্রথম এক ঘণ্টায় রাহকিমের সেই পরিকল্পনাকে সফল করলেন আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান কাইল মায়ার্স ও এনক্রুমাহ বোনার।

এদিন প্রথম ঘণ্টায় মিরাজ, তাইজুল ও নাঈমের ঘূর্ণিতে কাজ হয়নি। ব্রেকথ্রু এনে দিতে পারেননি কাটার মাস্টার মোস্তাফিজও। অবশ্য ফিল্ডারদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন বোলাররা।

তার একটিও কাজে লাগাননি ফিল্ডাররা। দুটি রিভিউ নেননি অধিনায়ক মুমিনুল। একটি ক্যাচ ফসকে গেছে। ভাগ্যও সহায় হচ্ছে না। কয়েকবার অল্পের জন্য ব্যাটের কানায় ছোঁয়নি ব্যাটসম্যানদের।

ফলস্বরূপ গত এক ঘণ্টায় একটিও উইকেটের পতন ঘটেনি ক্যারিবীয়দের। আর ভাগ্য ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাইল মায়ার্স ইতিমধ্যে বড় ইনিংস খেলে ফেলেছেন। তার সামনে সেঞ্চুরির হাতছানি। ১৪২ বল মোকাবিলা করে ৮৯ রান করে ফেলেছেন। অন্যপ্রান্ত হাফসেঞ্চুরির অপেক্ষায় এনক্রুমাহ বোনার। একটু ধীর গতিতে হলেও ১৪৫ বল খেলে ৪২ রান জমা করেছেন তিনি।

এ দুই মিডলঅর্ডারের নৈপূণ্যে শক্ত অবস্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৩৫ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন তারা। এ জুটিতে ভর করে উইন্ডিজের সংগ্রহ ৩ উইকেটে ১৯৫ রান। অর্থাৎ জয় পেতে আরও ১৯৮ রান করতে হবে তাদের।

পৃথিবীতে প্রথম মঙ্গলের ছবি পাঠাল চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’

মহাকাশে মঙ্গল গ্রহ সব সময় সকলের কৌতহল ও আগ্রহহের কেন্দ্রবিন্ধুতে আছে। কিন্তু মঙ্গলের অভিযান সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সম্প্রতি চীনা মহাকাশযান ‘তিয়ানওয়েন-১’ মঙ্গলের প্রথম ছবি পৃথিবীতে পাঠালো। চীন চাঁদেও ইতিমধ্যেই দুটি রোভার অবতরণ করিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান ও ভারতের কয়েকটি মঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠায় চীন। ২০২২ সালে চীন পৃথিবীর কক্ষপথে তাদের স্পেস স্টেশনও গড়ে তুলতে যাচ্ছে।

চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’ সর্বপ্রথম মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের ‘স্কিয়াপ্যারেল্লি ক্রেটার’ (সুবিশাল গর্ত) ও গিরি খাতে ভরা এলাকা ‘ভ্যালেস মারিনেরিস’-এর কয়েকটি সাদাকালো ছবি পাঠায়। ছবি তোলার সময় এটি মঙ্গলের কক্ষপথের ২২ লাখ কিলোমিটার দূরে ছিল।

মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, তিয়ানওয়েন-১ এই মুহূর্তে মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে ১১ লাখ কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ল্যান্ডার ও একটি রোভার নিয়ে তিয়ানওয়েন-১ মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। এছাড়াও, মে মাসে মঙ্গলের ‘ইউটোপিয়া’ এলাকায় অবতরণ করবে ৫ টন ওজনের এ মহাকাশযানটি। এটি ৯০ মঙ্গল-মাস অর্থাৎ পৃথিবীর হিসাবে তিন মাসেরও বেশি সময় মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করবে।

গত জুনে চীনের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর গবেষক বাও ওয়েইমিন বলেছিলেন, ‘অভিযানের কঠিনতম পর্ব হলো মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করা। রোভার বহনকারী ল্যান্ডারের গতি চার ধাপে মন্থর করা হবে। এই প্রক্রিয়া ৭-৮ মিনিট ধরে চলবে।’

মেহেরপুর জিনিয়াস স্কুলে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য!

শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য করছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফিসের জন্য চাপ প্রয়োগ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার বলা হলেও কর্ণপাত করেনি জিনিয়াস স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে আবার কখনো বাসায় গিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো বেতন। এছাড়াও সেশন চার্জের নামে প্রায় ১৬’শ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি নেওয়া হয়েছে ১৭’শ ৫০ টাকা করে। যার গাণিতিক অর্থ প্রায় ২৮ লাখ টাকা। এ নিয়ে অভিভাবকদের নানা অভিযোগ থাকলেও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাধ্য না থাকলেও বাধ্য হয়েছেন সবাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো তারপরও পুরো বেতন দিতে হচ্ছে আমাদের। একসাথে অনেক টাকা দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার উপর আবার বছরের শুরুতেই দিতে হচ্ছে ১৭’শ ৫০ টাকা সেশন চার্জ।

টাকা কম নিতে বা মওকুফ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে প্লে থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয় ৬’শ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮’শ টাকা, ৫ম শ্রেণী ১ হাজার টাকা, ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী ৯’শ টাকা, ৮ম শ্রেণী ১১’শ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১২’শ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-আমিন ইসলাম বকুল। আন-নুর ফাউন্ডেশনের নামে চলছে বিদ্যালয়টি। যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন আল-আমিন ইসলাম বকুল নিজেই।

আল-আমিন ইসলাম বকুল মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে বিতর্কিত সংগঠন জামায়াত ইসলামের সূরা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি মুজিবনগরের আন-নুর টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল। তার স্ত্রী রিতা পারভিন বর্তমানে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে আছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের। তবে স্কুলটির পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জামায়াত নেতা হলেও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে স্কুল কমিটির সভাপতি বানিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন।

বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল সামসুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫৫ জন শিক্ষক পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬ হাজার ৫’শ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া হয় প্রতি মাসে। স্কুলে যা আয় হয় তা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। তবে সামসুর রহমানের দেওয়া তথ্যের অমিল পাওয়া গেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই যদি হিসেব করা যায় খরচ বাদে আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত থেকে যায়। এই টাকার পুরো অংশই যায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন ইসলাম বকুলের পকেটে।

বিদ্যালয়ের উপার্জিত টাকার অংশ জামায়াত সংগঠনেও যায় বলে জানা গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় প্রতি বছরই এককালীন চাঁদা হিসেবে দেয় লাখ লাখ টাকা। গত ২০২০ সালে ১২ ডিসেম্বর দিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা বায়তুল মাল নামে রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করেছে সংগঠনের ক্যাশিয়ার।

পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জানান, স্কুলটি আমাদের মেহেরপুরের

সবার। স্কুলটি নষ্ট না করে সহযোগীতা করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংবাদ না করারও আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার কথা ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। তবে এখনো পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা পাইনি। যার কারনে প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে মোতাবেক স্কুল গুলো পরিচালনা হচ্ছে। তবে করোনাকালিন সময়ে এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বেতন বা সেশন ফী’র জন্য চাপ না দিয়ে সদয় হওয়া উচিত।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলীর সন্তান। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিয়মের বাইরে চলছে বলে আমার মনে হয় না। সকল কিছু নিয়ম মেনেই করা হয়।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা কলেজ চত্বর থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন বলেন,

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অতি নিকটে ।

এ নির্বাচনকে ঘিরে একটি চক্র নৌকার বিরুদ্ধে লেগেছে, নৌকার প্রার্থীর পিছনে লেগেছে। কিভাবে নৌকাকে হারানো যায়। ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে দোষ আওয়ামী লীগের ঘাড়ে, নৌকার ঘাড়ে চাপানোর চেস্টা করছে।

আওয়ামী লীগ কখনো ভাঙচুরের রাজনীতি করেনা। আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে চান। আপনার মত পাতি নেতা দেখে আওয়ামী লীগ ভয় করেনা। আমরা পাকিস্তানের শাসন দেখেছি, জিন্না থেকে শুরু করে আইয়ুব খান দেখেছি। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ থেকে তাদের তাড়িয়েছি। আমরা আওয়ামী লীগ করি, আওয়ামী আন্দোলন দেখে ভয় করেনা।

এদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু জীবন বাজি রেখে স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ভোট নিতে চান। আপনার চরিত্র এলাকার মানুষ জানে। আপনি মুক্তিযুদ্ধের তকমা গায়ে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে খাচ্ছেন। আপনি বঙ্গবন্ধুর খুনির হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

অন্যদিকে যারা সরকারী টিন চুরি ও জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে তারা আবার ভোট চায়। জনগণ এই সব ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করে আগামী ১৪ তারিখের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ যুবলীগকে সজাগ থাকতে হবে।

নির্বাচনে ১৪ তারিখে বিজয় নিয়েই সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে। নৌকা মার্কা মানেই উন্নয়নের মার্কা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের। প্রধান বক্তা ছিলেন হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, পিপি, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনোযার হোসেন হেলা, এ্যাড. জোহা, চুয়াডাঙ্গার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গির আলম মালিক খোকন, বন ও পরিবেশ সম্পাদক, সহিদ মিযা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদব কাউছার

আহম্মদ বাবলু, নির্বাহী সদস্য নুরুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী অরুন,

সিরাজুল ইসলাম, জেলা সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম মন্টু, হাজী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আনিমুর রহমান মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর সম্পাদক মতিযার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, যুব লীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল হক স্বপন, ছাত্রলীগ এ্যাড. সালমুন আহম্মদ ডন, নয়ন সরকার, আশরাফুল ইসলাম, মৎসজীবী লীগের শাহাবুল হক, রেজাউল হক, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, আবু সাইদ পিন্টু, আব্দুল হালিম মন্ডল ও ইয়াকুব আলী মাস্টার।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। স্কুল ছাত্রীর চিৎকারে সাধারণ জনগণের হাতে ধোলাই এর শিকার পাইকপাড়া গ্রামের বিপুল। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের ১ সন্তানের জনক আব্দুল মান্নানের ছেলে বিপুল (২৭) দীর্ঘদিন যাবৎ একই ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি গ্রামের ৭ম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া মেয়ে কে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেম প্রস্তাব দিয়ে আসছে।

স্কুল ছাত্রী সকালে ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে স্কুলে প্রাইভেট পড়তে যায়। প্রাইভেট পড়ে সকাল ৮ টার দিকে একা বাড়ি ফিরছিলো। তাকে একা পেয়ে বিপুল ঘোলদাড়ি ঐতিহ্যবাহী শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

স্কুল ছাত্রী চিৎকার দিলে এলাকাবাসী দ্রুত ছুটে আসে। লম্পট বিপুলকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে স্থানীয়রা ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের নিকট সোর্পদ করে।

স্কুল ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিপুলকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

জীবননগরের হাসাদাহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলার হাসাদাহসহ এর নিকটবর্তী এলাকায় বেশ কয়েক মাস যাবত এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এলাকার আবাদি জমি নষ্ট করে বিভিন্ন ভাটায় মাটি বিক্রি করে আসছে।

আর এই মাটি কাটা ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। এমনকি ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে।

যার কারণে গতকাল শনিবার বেলা ১২টার দিকে হাসাদাহ বাজারের সর্বসাধারণ ট্রাক্টরগুলোর গতিরোধ করেন । বিষয়টি জীবননগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকনকে অবহিত করলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

বালি মহল বন্ধ অধ্যদেশ আইন ২০১০ এর আইনে আলম ব্রিক্সসকে নগদ ৫০ হাজার অনাদায়ে ১৫ দিনের জেল এবং একই অপরাধে হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওয়ার্ড সদস্য শরিফুল ইসলামকে নগদ ৮০ হাজার অনাদায়ে ১

মাস জেল প্রদান করা হয় ।

পরে দণ্ড প্রাপ্ত উভয় ব্যক্তি তাদের জরিমানার টাকা নগদ পরিষদ করেন। এ বিষয়ে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংনের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান আমার এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নির্বাহী অফিসারের এই ধরণের পদক্ষের কারণে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণসহ এলাকার সকলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সাধুবাদ জানান।

কুষ্টিয়ায় ১৮৬টি ঘর হস্তান্তর করেছে প্রশাসন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কোল সম্প্রদায়ের শান্তিবালার সংসার চলে বাঁশ ও বেঁতের কাজ করে। রেললাইনের ধারে খুপড়ি ঘরে তিন ছেলেমেয়ে, স্বামী ও তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতে হয় কোনরকমে।

মাঝে মাঝে রেললাইনের জায়গা উদ্ধার করার সময় মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় কখনওবা রেলস্টেশন, গাছতলা, কখনও বা অন্যের বাড়ির বারান্দায় থাকতে হয়।

আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, আমি কখনো ভাবিনি জীবনে পাকা ঘরে শুতে পারবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমি এখন সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে পাকা ঘরে বসবাস করছি। যেন সুখের রাজ্যে আমাদের বসবাস।

অল্প টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন শামীমা খাতুন। তিনিও তার মেয়েকে নিয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের ঘরে। স্বপ্নে না ভাবলেও, বাস্তবে ঘর পেয়েছেন। তাই খুশীতে আত্মহারা তিনিও।

কুষ্টিয়ার বিদায়ী জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন বলেন, যেসব মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিলোনা, তাদের পাকা ঘরের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। এর মাধ্যমে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে এই বাংলাদেশ। আর এসব কেবল সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে।

জেলা প্রশাসক জানান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলাসহ তিন উপজেলায় ১৮৬টি ঘরের চাবি ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। আরো ১৮০টি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে আমাদের জেলার ৬টি উপজেলায় ৪ হাজার ৯৯৫টি ঘর নির্মাণ করা হবে। এই উদ্যোগ মাইলফলক হয়ে থাকবে বলেও মনে করেন তিনি।